~: ঘরে বাহিরে দন্ডে শতবার :~

■ চন্ডীদাসের লেখা 'ঘরে বাহিরে দন্ডে শতবার' পদটি শ্রীরাধার 'পূর্বরাগ' পর্যায়ের।

■ পদটি শ্রীরাধার পূর্বরাগ পর্যায়ের, পদটিতে কৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়ের পর রাধার ব্যাকুলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, রাধা বার বার ঘরের বাইরে আসেন, তাঁর মন অস্থির, নিঃশ্বাস দ্রুত। তিনি বারবার কদম্ব কাননের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সখিরা ভেবেছে রাধার ওপর হয়তো বা কোনো দেবতার ভর হয়েছে, কারণ দুর্জন গুরুজনকেও তিনি ভয় করছেন না, রাধা সবসময় চঞ্চলমনা, তিনি বসনাঞ্চল সংবরণ করেন না, বসে বসে থাকতে থাকতে চমকে ওঠেন, গায়ের গয়না একবার পরেন, আবার খোলেন, রাজকুমারী রাধা বয়সে কিশোরী, আবার তিনি কুলবধূও, তাঁর অন্তরে কিসের জন্যে যে লালসা বেড়ে উঠেছে, সখীরা তাঁর হাবভাব দেখে বুঝতে পারছেন না, রাধার রকম-সকম দেখে সখিদের মনে হচ্ছে, তিনি যেন চাঁদে হাত বাড়াচ্ছেন, অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য কোনো বস্তু পেতে চাইছেন, ভণিতায় চন্ডীদাস সখীদের বলছেন যে কৃষ্ণরূপ ফাঁদে (অথবা কৃষ্ণের প্রেমের ফাঁদে) রাধা আটকে পড়েছেন, বোঝা যাচ্ছে রাধার প্রেমেরই অভাবিত প্রকাশে সখীরা কিছুটা সন্ত্রস্তই হয়ে পড়েছেন।

■ পদটিতে একই সঙ্গে রাধার দৈহিক এবং মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে, মনোজগতের কথা চন্ডীদাসের কাব্যে বেশি করে উচ্চারিত হলেও, দেহও তাঁর কাব্যে পুরোপুরি বাদ পড়েনি, শরীর এবং মনের এমন স্বাভাবিক সমন্বয় উত্তরকালে এক জ্ঞানদাস ছাড়া অন্য কোনো পদকর্তার মধ্যে দেখা যায় না, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে রাধা এখানে সম্পূর্ণ নির্বিকার, এবং তাতেই শুভাকাঙ্ক্ষিনী সখীদের আশঙ্কা আরও বেড়েছে, এই পূর্বপশ্চাৎ বিবেচনাহীন প্রেম পূর্বরাগ পর্যায়েরই, পরবর্তীকালে রাধার গভীর আত্মস্থ প্রেম মন থেকে সামাজিক পরিবেশকে মুছে ফেলতে পারেনি, কিন্তু এখানে পূর্বরাগের উন্মাদনাময় অস্থির চাঞ্চল্য,

প্রেমের প্রথম আবেগের তীব্র আলোড়ন রাধাকেই সব কিছুই ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই চন্ডীদাস এই পদে যথার্থই হয়ে উঠেছেন 'প্রেম-মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার'।

■ বৈষ্ণব পদাবলীতে সখীদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই পদে উদ্বিগ্ন শ্রীরাধার মনের অবস্থা বর্ণনায় সখীরা বলেছেন, শ্রীমতী রাধা একাধিকবার ঘরের বাহির আসেন, তাঁর মনঅস্থির, চঞ্চল, উৎকণ্ঠিত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতন হচ্ছে, তিনি একদৃষ্টিতে কদম্ব কাননের দিকে কী যেন প্রত্যক্ষ করছেন, তাঁর সেই দৃষ্টি এতটাই কেন্দ্র-নিবদ্ধ যে, তিনি অন্য কোথাও তা অবলোকন করবার অবসর পাচ্ছেন না। সখীরা তাঁকে নিয়ে চিন্তিত এই কারণে যে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত শ্রীমতি রাধা বাস্তবজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন, সখীদের মনে হয়েছে কোনো দেবতা হয়তো তাঁর উপরে ভর করেছেন, কবি চন্ডীদাস অস্থিরচিত্ত এই নায়িকার ব্যাকুল প্রেমের পরিচয়ে লিখেছেন যে,

ক. শ্রীমতী রাধা সর্বদাই চঞ্চলমনা, তাঁর বসন অঞ্চল তাঁর পক্ষে সংবরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তিনি মাঝে মধ্যে চমকে উঠেছেন, অঙ্গের সমস্ত অলংকার খুলে ফেলেছেন।

খ. সখীদের চিন্তার কারণ একে শ্রীরাধা রাজকুমারী, আবার বয়স কিশোরী, উপরন্তু তিনি কুলবধূবালা, সুতরাং কোন অভিলাষে তিনি কৃষ্ণ-চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন তা সখীরা বুঝে উঠতে পারলেন না।

● ভণিতায় কবি চন্ডীদাস বলেছেন এই অভাবিত ব্যাকুলতার কারণ হল শ্রীমতী রাধা কালিয়া-বঁধূর প্রেমে পড়েছেন, সুতরাং তিনি কোনোভাবেই সংসার সীমানে নির্বিঘ্নকাল যাপন করতে পারেননা, এই পদটির মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমে অধীরা শ্রীরাধার ছবি ফুটে উঠেছে, মনের উদ্বেগ-চাঞ্চল্য প্রকাশের অনুভাব (রস নিষ্পত্তির দিক থেকে) হলো এখানে শ্রীরাধার দীর্ঘশ্বাস, চিন্তা, সর্বদা কদম্ব কাননের দিকে তাকিয়ে থাকা,

Notes :

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি — চন্ডীদাস।

'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ের পদ।

■ পদবিশ্লেষণ ও কাব্য - সৌন্দর্য বিচার :-

'প্রেমবৈচিত্ত্য' সম্পর্কে 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে বলা হয়েছে. 'দম্পতির পরস্পর প্রেমোৎকর্ষ হয়। অধিকারিতা সেই বিচারি না লয়॥। অঙ্গেতে বাঁধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ফিরে।। কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে।' কবি চন্ডীদাস রচিত এই পদটি ড. বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত 'চন্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থের ১৮৮ সংখ্যক পদ. এখানে যে প্রেমের কথা কবি বলেছেন সেই প্রেম এত অতলস্পর্শী যে. সেই প্রেমের সঙ্গে পার্থিব জগতের কোনো তুলনা হয় না। কবি চন্ডীদাস রাধা - কৃষ্ণ প্রেমের অদ্বয় সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে. এই প্রেম অতুলনীয়। তিনি অতঃপর এই প্রেমের পরিচয় প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয় তুলনামূলক আলোচনায় এনেছেন। যেমন —

(ক) জল বিনা মাছ যেমন ক্ষণেকের জন্যেও জীবনধারণ করতে পারে না, রাধা- কৃষ্ণ প্রেম তেমন। জলের সঙ্গে মীনের সম্পর্ক দেখিয়ে কবি চন্ডীদাস জানিয়েছেন. ত্রিভুবনে এমন গভীর প্রেমের কথা মানুষ কখনও শোনেনি।

(খ) সূর্য ও কমলের পরস্পরের ভালোবাসার কথা জগৎবিদিত। কেননা, সূর্য আলো বিকিরণ না করলে কমল তার দল বিকশিত করে না। কিন্তু পদ্ম যখন শুকিয়ে যায় তখন সূর্য দিব্যি সুখে থাকে। অর্থাৎ পদ্ম সূর্যকে ভালোবাসলেও সূর্য নির্বিকার। তাই অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রমুখ সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে পেয়েছি এমন অভিমত : 'যে প্রেমে একজন আর একজনের সুখ - দুঃখকে নিজের করিয়া লইতে না পারে, সে প্রেমের সহিত এ প্রেমের কিরূপে তুলনা হইতে পারে?' ('বৈষ্ণব পদাবলী', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, পৃ. ৪১)

(গ) চাতক এবং মেঘের পরস্পরের ভালোবাসা নিবিড়। কেননা, মেঘ থেকে ধারা নির্ঝর পতিত হলে চাতকের আনন্দ আর ধরে না। চাতক

সহায়ক্ষা। কিন্তু যদি আকাশ মেঘাবৃত না থাকে এবং বৃষ্টির কণামাত্র পর্যন্ত না পড়ে তখন চাতক জল প্রত্যাশা করলেও এক বিন্দু জল চাতকের ভাগ্যে জোটে না। তাই 'এ প্রেম সাময়িক, নিত্যকালের নয়।'

(ঘ) কুসুমের সঙ্গে মধুপের সম্পর্ক সুবিদিত। কেননা, কুসুমে মধু টলমল করলে অর্থাৎ কুসুম যখন যৌবনে পতিত, তখন ভ্রমর আসে কুসুমের কাছে। কাছে। কিন্তু রাধা- কৃষ্ণ প্রেমের সঙ্গে কুসুম - মধুপের তুলনা হয় না। কেননা, কুসুম নিজে এগিয়ে এসে মধুপকে মধুপানের জন্যে আহ্বান জানায় না। সুতরাং এ প্রেমেও দু'জনের সমান আগ্রহ অনুপস্থিত।

(ঙ) চকোর ও চাঁদের প্রেমও রাধা- কৃষ্ণ প্রেমের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কেননা, চকোর ইচ্ছা করলেই চাঁদকে পেতে পারে না। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে কবি চন্ডীদাস সিদ্ধান্তে এসেছেন ত্রিভুবনে এমন মধুর প্রেমের কোনো তুলনাই চলে না। শ্রীমতী রাধা কী গভীর প্রত্যয় থেকে কৃষ্ণকে ভালোবাসেন তার প্রমাণ এই যে, কৃষ্ণের দু'বাহু বন্ধনের মধ্যে থেকেও তিনি সর্বদা ভয় পান। তাঁর এই অহেতুক ভীতি সঞ্চারের কারণ- হয়তো কৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে এখনি চলে যাবেন। তাই কাছে থেকেও দূরে চলে যাওয়ার এই যে তীব্র বিচ্ছেদ আকাঙ্ক্ষা তা থেকেই মিলনের আনন্দ - ঘন মুহূর্তে বেজে ওঠে বিচ্ছেদের সুর। আর তখন : 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' অর্থাৎ, 'এর মধ্যেই আছে প্রেমবৈচিত্ত্যের বীজ। প্রেমবৈচিত্ত্যের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের অলৌকিক স্বভাব পরিস্ফুট।' (অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বৈষ্ণব পদসঙ্কলন', ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৭৭৪)